২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

যুদ্ধপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগে প্রতিবাদী সমাবেশ; কয়েকজন ব্লগারের ব্লগে আল্লাহ ও মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কটুক্তি; এই ঘটনার জের ধরে সহিংসতা, বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, সভা সমাবেশে বাধা

৩৭ ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই এবং বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

নারীর প্রতি সহিংসতা

এসিড সহিংসতা

যৌন হয়রানী

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরী। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। জনগণের সেই ইচ্ছা ও অভিপ্রায় রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা না গেলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ব্যক্তির যে-মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়, প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না এবং যে সব নাগরিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না- সেই সব অলঙ্ঘনীয় অধিকার অতি অবশ্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার সেই সব অধিকার ও দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ ও নাগরিক হিসেবে এই

সব অধিকার ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এই সব অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'র অধিকার রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না, বরং ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে । এই লক্ষ্য নিয়েই অধিকার জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদনে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে ।

যুদ্ধপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগে প্রতিবাদী সমাবেশ; কয়েকজন ব্লগারের ব্লগে আল্লাহ ও মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কটুক্তি; এই ঘটনার জের ধরে সহিংসতা, বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, সভা সমাবেশে বাধা

১. গত ৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এক রায়ে ৭১ সালে মুক্তযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামির নেতা আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয় । আদালতের এই রায়ের প্রতিবাদে এবং আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে এদিন বিকেলে কয়েকজন ব্লগার আন্দোলনের ডাক দিয়ে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদী সমাবেশ শুরু করেন । এই আন্দোলনের শুরু থেকেই আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ এই সমাবেশে ছাত্রদের জমায়েত করতে থাকে ।[১] কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে সাধারণ ছাত্র-জনতা এই প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দিতে থাকলে এই সমাবেশ সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ সমাবেশে পরিণত হয় । বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর একটা বড় অংশ ক্রমান্বয়ে সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে । এই সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের সমাবেশে বক্তব্য দিতে বাম ছাত্র নেতারা এবং উপস্থিত জনতা বাধা দেয় । সমাবেশে উপস্থিত জনগণ, অবিলম্বে কাদের মোল্লাসহ সমস্ত যুদ্ধপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি এবং জামায়াত ও শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী জানায় ।[২] ছাত্র-জনতার অংশগ্রহনের কারনে প্রথম এক সপ্তাহ এই সমাবেশটি দলীয় প্রভাবমুক্ত অবস্থায় ছাত্র জনতার আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে শাহাবাগের ''গণজাগরণ মঞ্চ''তে সরকার দলীয় সংগঠকদের আধিক্য ও তাদের নেতৃত্বে থাকতে দেখা যায় । এই সময় ভিন্ন মতাবলম্বী পত্রিকা আমার দেশ, নয়াদিগন্ত ও ভিন্নমত পোষণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ নজরুল ও পিয়াস করিমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয় । গত ১৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস্) (সংশোধনী) বিল ২০১৩ পাস হয় । পাস হওয়া সংশোধিত আইনটিকে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা (রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট) দেয়া হয় । একই সঙ্গে এই বিলে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত যে কোন সংগঠনকেও বিচারের আওতায় আনার বিধান যুক্ত করা হয় ।[৩] এই সময়ে জামায়াত শিবিরের ডাকা

[১] নিউ এইজ এক্সট্রা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পাতা-১৪-১৯
[২] নিউ এইজ এক্সট্রা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পাতা-১৪-১৯
[৩] ইত্তেফাক ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

হরতাল, জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ ও মুক্তযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে এবং এর বিরুদ্ধাচারনকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ও পুলিশের নির্বিচার গুলিতে গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৩৩ জন নিহত হন। যাঁদের মধ্যে ২৮ জন পুলিশের গুলিতে, ০৪ জন জামায়াত-শিবিরের হাতে এবং ০১ জন আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে নিহত হন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনায় সারাদেশে ৪৩,২০৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে[৪] এবং এর ফলে গণগ্রেপ্তারের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে একজন ব্লগারও আততায়ীর হাতে নিহত হন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

২. গত ৫ ফেব্রুয়ারি হরতাল সফল করার জন্য জামায়াত-শিবির ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সহিংস তৎপরতা চালায়। এই সময় উত্তরার আজমপুরে জামায়াত-শিবির কর্মীরা একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দিলে আগুনে পুড়ে রাসেল মাহমুদ নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হন।[৫]

৩. গত ৫ ফেব্রুয়ারি হরতাল চলাকালে চট্টগ্রামে জামায়াত-শিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে ৪ জন নিহত এবং ১৬ পুলিশ সদস্যসহ ৩০ জন আহত হন। নিহতরা হলেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইমরান (২৪), ইয়ংওয়ান গ্রুপের কর্মচারি শফিকুল ইসলাম (২৫), দোকান কর্মচারি আফজাল হোসেন (২০) ও জনৈক আবিদ।[৬]

৪. গত ৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় জামায়াত-শিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনায় আহত এক গ্রাম পুলিশ সদস্য বাহাদুর মিয়া গত ১৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।[৭]

৫. গত ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মতিঝিলের ইনার সার্কুলার রোডে অবস্থিত দৈনিক নয়াদিগন্ত অফিসে হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। এ সময় পত্রিকা অফিসটির সামনে থাকা একটি মাইক্রোবাস ভাংচুর করে তারা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এছাড়াও তারা নয়াদিগন্তের প্রেসে আগুন দেয় এবং ভবনের কাঁচ ভাঙচুর করে।[৮] দুর্বৃত্তরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি পত্রিকায় আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটায়।

৬. গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মতিঝিলে জামায়াত-শিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময় আহত অগ্রণী ব্যাংকের মতিঝিল প্রধান কার্যালয়ের লিফটম্যান জাফর মুন্সী ১৪ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। জাফর মুন্সীর পরিবারের অভিযোগ জামায়াত-শিবির কর্মীদের হামলার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।[৯]

৭. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ আন্দোলনের অন্যতম ব্লগার রাজীব হায়দার শোভনকে (৩৫) আততায়ীরা মিরপুরের পলাশনগরে তাঁর বাড়ীর সামনে কুপিয়ে হত্যা করে। নিহত রাজীব শাহবাগের 'প্রজন্ম চত্বর' থেকে আনুমানিক রাত ৯টায় বাসায় ফেরার পথে হামলার শিকার হন। রাজীব হায়দার শোভনের মা বাবা এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জামায়াত-শিবির জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন।[১০]

---

[4] যুগান্তর ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[৫] সংবাদ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[৬] প্রথম আলো ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[৭] প্রথম আলো ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[৮] আমাদেও সময় ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[৯] প্রথম আলো ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[১০] ইত্তেফাক ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৮. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার জেলা শহরে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আটক দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির দাবিতে মুক্তি পরিষদের ব্যানারে জামায়াত শিবির কর্মীরা মিছিল বের করে। এই সময় র‍্যাব-পুলিশ মিছিল থামাতে চেষ্টা করলে জামায়াত শিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এই সময় পুলিশ ও র‍্যাবের গুলিতে আহমেদ সালেহ (৫০), তোফায়েল আহমেদ (২২), নূরল হক (৪৫) ও ফারুক (২২) নামে চার ব্যক্তি নিহত হন।[১১]

৯. গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলাকালীন সময়ে ঢাকা, কক্সবাজার ও কুমিল্লায় তিনজন নিহত হন। ঢাকার মধ্য বাড্ডায় হরতাল সমর্থকদের হামলায় হিউম্যান হলার উল্টিয়ে গিয়ে মুহাম্মদ ইকবাল নামে এক যুবক মারা যান। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পুলিশের সঙ্গে জামায়াত-শিবির কর্মীদের সংঘর্ষের সময় ইব্রাহিম নামে এক যুবক নিহত হন। কক্সবাজারের রামু উপজেলার চেইন্দা এলাকায় কক্সবাজার টেকনাফ সড়কে রোগী বহনকারি একটি মাইক্রোবাসে জামায়াত-শিবির কর্মীরা হামলা চালালে গাড়ির ভেতরে থাকা হাফিজ আবদুর রহমান (৬০) নিহত হন।[১২]

১০. গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে শাহবাগের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য স্থানীয় উদিচি 'গণজাগরণ মঞ্চ' তৈরি করে। কিন্তু উপজেলা আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীরা এই 'গণজাগরণ মঞ্চ' ভাংচুর করে। উদিচির ধর্মপাশা উপজেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক চয়ন কান্তি দাস বলেন, "১৯ ফেব্রুয়ারি দুপুরে আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা 'গণজাগরণ মঞ্চ' ভাংচুর করে মাইক কেড়ে নেয়। হামলায় তাঁদের কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন"।[১৩]

১১. এই সময়ে আমার দেশ ও নয়াদিগন্ত পত্রিকায় আততায়ীর হাতে নিহত রাজিবসহ কয়েকজন ব্লগার আল্লাহ ও মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কটুক্তি এবং ইসলাম ধর্ম অবমাননা করে তাঁদের ব্লগে যা লিখেছেন তা প্রকাশিত হওয়ার পর ইসলামপন্থী ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে গত ২২ ফেব্রুয়ারি এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করার সময় সারাদেশে ১২টি ইসলামী দলের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ঢাকায় জুম্মার নামাজ শেষে ইসলামী দলগুলোর কর্মী সমর্থকরা শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পুলিশ বাধা দেয়। এসময় পল্টন, কাঁটাবন ও চানখারপুল এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সারা দেশে ১২টি ইসলামী দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক গুলিবিদ্ধ ও পুলিশসহ তিনশত ব্যক্তি আহত হন। পুলিশের গুলিতে সিলেট এমসি কলেজের ছাত্র মোস্তফা মোর্শেদ, ঝিনাইদহে মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুস সালাম এবং আব্দুর রহমান সুহিন (৩৫) নিহত হন। পুলিশের গুলিতে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলায় মজনু মিয়া (২৬) ও ইউসুফ ওরফে কোকিল (২৮) নামে দুই যুবক নিহত হন। এ সময় চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, ফেনী ও চাঁদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় 'গণজাগরণ মঞ্চ' ভাংচুর ও সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ভাংচুর করে জামায়াত শিবির কর্মীরা।[১৪]

---

[১১] যুগান্তর ১৫ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[১২] যায়যায়দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[১৩] আমাদের সময় ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[১৪] ইত্তেফাক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

১২. উল্লেখ্য ২০১২ সালের ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বাতুল সরওয়ার ও ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজের অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম আল্লাহ, মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (স.) ও কুরআন অবমাননা সংক্রান্ত ফেইস বুক এবং ব্লগ বন্ধের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার ও মোহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার এর আদালতে একটি রিট আবেদন করেন। আদালত রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানী শেষে ধর্মের অবমাননাকারী ব্লগগুলোকে কেন স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি রুল জারী করেন। হাইকোর্ট বিভাগের জারি করা এই রুল এখনো নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।[১৫]

১৩. গত ২২ ফেব্রুয়ারি জুম্মার নামাজের খুতবা চলাকালীন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট দিয়ে প্রবেশ করে ছবি তুলতে গেলে মাছরাঙ্গা টিভির রিপোর্টার আবদুল্লা তুহিন এবং এটিএন বাংলার ক্যামেরাম্যান ইমরান তুহিনের ওপর ১২ টি ইসলামী দলের কয়েকজন কর্মী সমর্থক হামলা চালায় এবং এর ফলে আহত অবস্থায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া জুম্মার নামাজ শেষে সংঘর্ষ শুরু হলে পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হন সাংবাদিকরা। এ সময় একাত্তর টিভির ক্যামেরাম্যান আরিফুজ্জামান পিয়াস ও বিটিভির একজন ক্যামেরাম্যান পুলিশের গুলিতে আহত হন। চট্টগ্রামে জুম্মার নামাজের পর আন্দর কিল্লা মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করার সময় ছবি তুলতে গেলে দৈনিক ইনকিলাবের ফটো সাংবাদিক কুতুবউদ্দিন আহমেদকে বিক্ষোভকারীরা মারধর করে আহত করে। এ সময় বিক্ষোভকারীদের হামলায় যুগান্তরের ফটো সাংবাদিক রাজেশ চক্রবর্তী ও বাংলাভিশনের ক্যামেরাম্যান পলাশ আহত হন। এছাড়া চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব সংলগ্ন খাস্তগীর মোড়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে 'গণজাগরণ মঞ্চে'র সমর্থকদের সংঘর্ষ, ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার সময় 'গণজাগরণ মঞ্চে'র সমর্থকরা দৈনিক সংগ্রাম ও দিগন্ত টিভির অফিসে অগ্নিসংযোগ করে এবং আমার দেশ অফিসে ভাংচুর চালায়। সিলেটে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে দোকানে আশ্রয় নেয়া এনটিভির ক্যামেরাম্যান আনিস রহমান, দিগন্ত টিভির ক্যামেরাম্যান বদরুর রহমান বাবর এবং চ্যানেল 'এস ইউকের'র ক্যামেরাম্যান আলাউদ্দিনকে পুলিশ মারধর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৬] বিক্ষোভকারীরা চ্যানেল ২৪ এর ক্যামেরাম্যান শফি আহমেদ, দৈনিক উত্তর পূর্বের ফটো সাংবাদিক নুরুল ইসলাম ও সময় টিভির ক্যামেরাম্যান দিজেন সিংহকে মারধর করে এবং তাঁদের ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলে।[১৭]

১৪. গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পাবনায় জামায়াতের ডাকা অর্ধ দিবস হরতালে পুলিশের সঙ্গে জামায়াত-শিবির সমর্থকদের সংঘর্ষে আলাল হোসেন (২০) ও সিরাজুল ইসলাম (২৩) নামে দুই ব্যক্তি নিহত এবং ৩০ জন আহত হন।[১৮] এদিন ঢাকার শাহবাগের 'গণজাগরণ মঞ্চ' থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের সংগঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সদস্য এবং ব্লগার ডাঃ ইমরান এইচ সরকার আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতারের জন্য সময় বেঁধে দেন। উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান 'গণজাগরণ মঞ্চে'র উদ্যেক্তা ব্লগারদের বিরুদ্ধে প্রচারনা চালিয়ে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন এই

[১৫] ইত্তেফাক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[১৬] ইত্তেফাক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[১৭] অধিকারএর সাথে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মী মহিবুবুর রহমানের পাঠানো প্রতিবেদন
[১৮] ইত্তেফাক ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

অভিযোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি পাঁচ পুলিশ কর্মকর্তা বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় চারটি ও রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে।[১৯]

১৫. গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইরে ১২টি ইসলামী দলের ডাকা হরতালে পুলিশের সঙ্গে ১২টি ইসলামী দলের সমর্থকদের সংঘর্ষে মাদ্রাসা ছাত্র শাহ আলম (২৩), নাজিম উদ্দিন (২৮), মাওলানা নাসির (৩৫), আলমগীর (৩৫) নামে চার ব্যক্তি নিহত এবং পুলিশসহ ২০ জন আহত হয়েছেন।[২০]

১৬. পুলিশের হাতে সংঘটিত এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে মানিকগঞ্জে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

১৭. গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ৭১ সালে মুক্তযুদ্ধ চলাকালীন সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামির নেতা দেলোয়ার হোসেন সাইদীর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার দিন তাঁর মুক্তির দাবিতে জামায়াত-শিবির সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল আহবান করে। হরতাল চলাকালে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় জামায়াত-শিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। বিচারে সাইদীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।[২১]

১৮. অধিকার যুদ্ধাপরাধীদের সুষ্ঠু ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিচারের দাবি জানাচ্ছে। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় দুর্বলতা ও সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বিচারে অপরাধীদের ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ থাকার কারণেই বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমে এসেছে এবং এর ফলে সব যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য দাবি উঠেছে বলেই প্রতীয়মান হয়। বিরোধীদল বিএনপি'র দাবি শাহবাগ আন্দোলনের মূল সংগঠক ব্লগার ও অনলাইন এক্টিভিস্ট ডাঃ ইমারন এইচ সরকার বর্তমান সরকার দলীয় ডাক্তারদের সংঘঠন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর সাঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তিনি ছাত্রজীবনে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[২২] বিএনপি আরো দাবী করেছে যে, বর্তমান সরকার তাদের দুর্নীতি ও 'অপকর্ম' থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেবার লক্ষ্যে এ আন্দোলন করাচ্ছে।[২৩] ডাঃ ইমারন এইচ সরকার 'শাহবাগ মঞ্চ' থেকে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি ও জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের দাবিতে স্থির না থেকে ভিন্ন মতাদর্শীয় ব্যক্তিদের ওপর আক্রমনাত্মক বক্তব্য পেশ করছেন এবং বিরোধী দলীয় পত্রিকা আমার দেশ এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছেন। যার ফলশ্রুতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আমার দেশ পত্রিকা অফিসে হামলা হয়েছে। 'আমার দেশ' শাহবাগ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু সংখ্যক ব্লগারের মহানবী মুহাম্মদ(স.) ও ইসলামবিরোধী অবমাননামূলক লেখনী প্রকাশ করে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ইসলামপন্থীসহ সাধারণ মানুষের সাঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এবং 'গণজাগরণ মঞ্চে'র আন্দোলনের ব্যাপারে পক্ষে বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য ইসলাম ধর্মের অবমাননাকারী সেইসব ব্লগারদের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ থাকার পরও সরকার এখনও পর্যন্ত কোন আইনসম্মত ব্যবস্থা নেয়নি। এরই মধ্যে সহিংসতায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন, পুলিশ সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছে ও মানবাধিকার চরম ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

---

[১৯] প্রথম আলো ২৪ ফেব্রুয়াডরি ২০১৩
[২০] ইত্তেফাক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[২১] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[22] Financial express. 24 feb. 2012
[23] ইত্তেফাক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২

১৯. অধিকার সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, সরকার যদি এই সংকটের রাজনৈতিক সমাধান, আইনের শাসন ও মানবধিকারের পথ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তবে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সহ সার্বিক পরিস্থিতি চরম হুমকীর সম্মুখীন হবে, ফলে এর দায়দায়িত্ব সরকার কোন ভাবেই এড়াতে পারবে না।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড

২০. ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই হত্যাকান্ডগুলো র‍্যাব ও পুলিশ কর্তৃক সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের মধ্যে ২৮ টি হত্যাকান্ডের ঘটনাই ঘটেছে শাহবাগের আন্দোলন সময়কালে ঘটা পারস্পরিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

মৃত্যুর ধরণ

গুলিতে হত্যা ঃ

২১. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ফলে নিহত ৩৭ জনের মধ্যে ২৮ জন কে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ফলে নিহত ৩৭ জনের মধ্যে ০৭ জন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাবের হাতে ০৪ জন এবং পুলিশের হাতে ০৩ জন নিহত হয়েছেন।

পিটিয়ে হত্যাঃ

২৩. এই সময়ে ০১ জনকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২৪. এই সময়ে ডিবি পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে ০১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৫. নিহত ৩৭ জনের মধ্যে ১৭ জন জামায়াত-শিবির কর্মী, ০৩ জন অন্যান্য ইসলামী দলের সদস্য, একজন বিএনপি কর্মী, একজন গার্মেন্টস কর্মী, একজন হকার, একজন দারোয়ান, একজন কলেজ ছাত্র, একজন মাদ্রাসা শিক্ষক, একজন কৃষক, একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, একজন যুবক, একজন সবজি ব্যবসায়ী ও ০৭ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

জেল হেফাজতে মৃত্যু

২৬. ফেব্রুয়ারি মাসে ০৬ জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' জেল হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

ডিবি হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু

২৭. গত ১৯ ফেব্রুয়ারি আব্দুল খালিক নামে এক সবজি বিক্রেতাকে সিলেট শহরের সাদাটিকর এলাকায় তাঁর বাসা থেকে মহানগর ডিবি পুলিশের এস আই জাহাঙ্গীর ও এ এস আই সন্তোষের নেতৃর্ত্বে ৫ সদস্যের একটি টিম আটক করে। আটকের পর আব্দুল খালিককে নাইওরপুরস্থ ডিবি অফিসে নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে। নির্যাতনে খালিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললে এস আই জাহাঙ্গীরসহ কয়েকজন পুলিশ তাঁকে সুবহানীঘাটস্থ ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি করে। এরপর তাঁর অবস্থার অবনতি হলে খালিককে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[২৪]

২৮. অধিকার মনে করে অন্তরীন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদকালে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারেরর 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

গণপিটুনীতে দিয়ে মানুষ হত্যা অব্যাহত

২৯. ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ০৮ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩০. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে অধিকার মনে করে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

৩১. অধিকার এর তথ্যানুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা ১০টি ক্ষেত্রে জারি করে সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়া হয়।

৩২. গত ৮ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়ন ছাত্রদল সম্মেলন উপলক্ষে কালীগঞ্জ মাঠে সমাবেশের আয়োজন করে। এদিকে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে একই জায়গায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি আহ্বান করে। সংঘর্ষের আশংকায় কালকিনি উপজেলা প্রশাসন এই জায়গায় ফৌজদারী ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়।[২৫]

৩৩. অধিকার মনে করে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ বন্ধ করার জন্য ক্ষমতাসীনদলের পাল্টা কর্মসূচি দেয়া এবং এই অজুহাতে ১৪৪ ধারা জারি করার হীন কর্মকান্ড সরকারকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

[২৪] অধিকারেএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মী মহিবুর রহমানের পাঠানো প্রতিবেদন

[২৫] মানবজমিন ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩৪.অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বিএসএফ ০১ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া বিএসএফ ০৫ জনকে গুলি করে, ০১ জনকে নির্যাতন করে এবং ০১ জনকে বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আহত করে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ০৩ জন।

৩৫.গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার ঠোস বিদ্যাবাগিশ সীমান্তের ৯৩৯ নং আন্তর্জাতিক পিলারের কাছ দিয়ে গরু আনতে সহায়তা করার সময় ফুলবাড়ি ডিগ্রি কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র মোকছেদুল মিয়াকে ভারতীয় ১২৪ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কুর্শারহাট বিওপির সদস্যরা গুলি করে আহত করে। আহতাবস্থায় মোকছেদুলকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৬]

৩৬.দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এ সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

৩৭.অধিকার মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন- অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই এবং বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ

৩৮.অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে, বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভের সময় এবং অন্যান্য কারণে ১৭৮ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া ১৯৩ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে।

৩৯.গত ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় তৈরী পোশাক কারখানা আজমত গ্রুপের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে এবং ভাংচুর চালান। এই সময়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ার শেল, রবার বুলেট ও লাঠি চার্জ করে। এই ঘটনায় পুলিশসহ ২০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৪০.নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উর্দ্ধগতি, বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও পোশাক শিল্প শ্রমিকের নূন্যতম মজুরী ৩৫০০ টাকায় থেমে থাকা ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করছে।

৪১.তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরী সময়মতো পরিশোধ না

[২৬] অধিকারএর সাথে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মী আহসান হাবিব নিলুর পাঠানো প্রতিবেদন

করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘন। অধিকার শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলোর প্রতি পূর্ণসমর্থন জ্ঞাপন করছে এবং অবিলম্বে তাঁদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

৪২. গত ৬ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভেতরে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের আয়োজনে তিন দিন ব্যাপী ইসলামি জলসার প্যান্ডেল দুবর্ত্তরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা এটা প্রতিহত করতে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।[২৭]

৪৩. অধিকার এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, স্বার্থান্বেসী কিছু ব্যক্তি অনাকাঙ্খিত এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে তৎপর রয়েছে। এক্ষেত্রে ঘটনা সামাল দিতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৪. নারীর প্রতি সহিংসতা বর্তমান সময়ে এক ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। অধিকার মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে ও সম্ভাব্য সহিংসতাকারীরা প্রকৃত সহিংসতাকারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যৌতুক সহিংসতা

৪৫. ফেব্রুয়ারি মাসে ২১ জন যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ০৯ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে যৌতুক এর কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ০১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা যায়। এছাড়া ৪০ দিনের একটি মেয়ে শিশুকেও মায়ের সঙ্গে যৌতুক কলহের কারণে হত্যা করা হয়েছে।

৪৬. গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় ঝর্ণা আক্তার (২২) নামে এক গৃহবধূ এবং তাঁর ৪০ দিন বয়সি কন্যা শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পর থেকেই ঝর্ণার স্বামী ট্রাকের হেলপার সাদেকুর রহমান (৩০) পলাতক রয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, যৌতুক হিসেবে ৬০ হাজার টাকা না পাওয়ায় সাদেক তার স্ত্রী ঝর্ণা আক্তার এবং শিশুকন্যাকে হত্যা করে পালিয়ে যায়।[২৮]

এসিড সহিংসতা

৪৭. ফেব্রুয়ারি মাসে ০২ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৪৮. এসিড নিক্ষেপের জন্য কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই সব ঘটনা ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

ধর্ষণ

৪৯. ধর্ষণ বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারন করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৭৩ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৩২ জন নারী, ৪০ জন মেয়ে শিশু। উক্ত ৩২ জন নারীর

[২৭] সমকাল ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
[২৮] সমকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

মধ্যে ০৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৪০ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ।

যৌন হয়রানী

৫০. ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ২৬ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে ০১ জন নারীকে। এছাড়া বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন ০৪ জন, ১১ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, ০২ জন অপহরণের শিকার হয়েছেন ও ০৮ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে ০১ জন নারী নিহত ও ১ জন আহত এবং ১ জন পুরুষ নিহত ও ২ জন আহত হয়েছেন।

পরিসংখ্যান: ১-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩*			
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী
বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-	ক্রসফায়ার	৫	৭
	নির্যাতন মৃত্যু	০	১
	গুলিতে নিহত	২	২৮**
	পিটিয়ে হত্যা	২	১
	মোট	৯	৩৭
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫	১
	বাংলাদেশী আহত	১৬	৭
	বাংলাদেশী অপহৃত	৯	৩
নির্যাতন (জীবিত)		৪	২
গুম		২	০
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩	৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০
	আহত	২০	১৭
	হুমকির সম্মুখীন	২	৩
	আক্রমণ	০	৭
	লাঞ্ছিত	১	৫
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৭	৩৮
	আহত	১৬৪৩	২১১০
এসিড সহিংসতা		৫	২
যৌতুক সহিংসতা		৩৫	২১
ধর্ষণ		১০৮	৭৩
যৌন হয়রানীর শিকার		৪৪	২৬
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯	১০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭	৮
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	৭	০
	আহত	২৩৫	১৭৮

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** উক্ত ২৮ জন রাজনৈতিক সহিংসতা অংশেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. সরকারকে আইনের শাসন এবং মানবাধিকার সমুন্নত রেখে বর্তমানের চলমান রাজনৈতিক সংকটের দ্রুত সমাধান করতে হবে। এই সময় পুলিশ যাতে বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ডসহ দমনমূলক নীতি গ্রহণ না করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে আটক এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং এই ঘটনাগুলোর ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। অধিকার অবিলম্বে নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ডিসেম্বর ২০, ২০০৬ এ গৃহীত সনদ 'ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৩. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাগুলো তদন্ত করে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী অপরাধীদের বিচার করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৪. বিএসএফ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. তেরি পোশাক শিল্প শমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৬. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।